প্রথম আলো

তারিখ 19 JAN 2009
পৃষ্ঠা 9

মন্তব্য প্রতিবেদন

‘প্রধানমন্ত্রী, ছাত্রলীগকে সামলান’

মতিউর রহমান ●

২৯ ডিসেম্বরের সফল সাধারণ নির্বাচনের পরের দিন থেকে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে এখন পর্যন্ত কমবেশি দুই শ জন আহত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আধিপত্য বিস্তার, হল দখল, কক্ষ ভাঙচুর, তালা ঝুলিয়ে দেওয়া এবং লাঠি ও ইট-পাটকেল ছুড়ে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন ও অন্য মন্ত্রীরা ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধের চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে। কিন্তু এসবে তেমন কোনো ফল এখনি। তবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কার্যক্রম এক মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। আর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের প্রশ্ন হলো, এক মাসের জন্য কার্যক্রম স্থগিত করা বা সতর্ক করার ফলে অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে কি না? ছাত্রলীগের এসব ঘটনায় আরেকটি প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কি তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারছে? নাকি কোনো সমস্যা আছে তাদের? সংঘর্ষের ঘটনার পর পুলিশ ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে তল্লাশি চালিয়েছে। কিন্তু এসব অভিযানের পর ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের তৎপরতা বন্ধ হয়নি। মনে রাখতে হবে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যেকোনো ব্যর্থতার দায়ভার এখন দেশের নতুন সরকারের। কারণ, দেশ এখন নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। তাই শুধু উস্কের কথা বলে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের রাশ টেনে ধরার চেষ্টা করে দায়িত্ব এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের। দেশের মানুষ দেখতে চায়, সব শিক্ষাঙ্গনে স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রয়েছে। তাদের সন্তানেরা নিরাপদে, নির্ভয়ে পড়াশোনা করতে পারছে।

শেখ হাসিনা ● ফাইল ছবি

১৯৯৯ সালের ৯ মের *প্রথম আলোর* প্রথম পৃষ্ঠায় একটি মন্তব্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। তার শিরোনাম ছিল, ‘প্রধানমন্ত্রী, ছাত্রলীগ সামলান।’ তখন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সরকার ক্ষমতায় ওই লেখার ঠিক এক দিন আগে ৮ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলে তৎকালীন সরকারি দল আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন (এখন সহযোগী সংগঠন) ছাত্রলীগের দুই পক্ষে বন্দুকযুদ্ধ হয়। এতে ৫৫টি গুলি বিনিময় হয়েছিল। গুলিবিদ্ধ হয় তিনজন। **এরপর পৃষ্ঠা-১৩**